খাতুন ও অন্যরা

বনাম

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির মাধ্যমে এবং অন্যান্য

(২০১৮ সালের ২১২৭ নং দেওয়ানি আপিল)

ফেব্রুয়ারি ১৫,২০১৮

[আর. কে. আগরওয়াল এবং অভয় মনোহর সেপ্রে,বিচারপতিদ্বয়]

জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ - ধারা ৪,৬ এবং ১৭ - রাজ্য বেশ কয়েকটি গ্রামে অবস্থিত শত শত হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করেছে - ক্ষুব্ধ, কিছু জমির মালিক রিট পিটিশন দায়ের করেছেন-উচ্চ আদালত দ্বারা গজরাজ ও অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য শীর্ষক রিট পিটিশনে নেতৃত্বের রায় - হাইকোর্ট যদিও অধিগ্রহণ বহাল রেখেছে, তবে রাজ্যকে রিট আবেদনকারীদের তাদের অধিগ্রহিত জমির জন্য ৬৪.৭০% হারে বর্ধিত অস্থায়ী অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রতিটি রিট আবেদনকারীকে তাদের অধিগ্রহিত জমির এক শতাংশ পর্যন্ত একটি উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছে - এটি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা সাবিত্রী দেবী বনাম উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যে বহাল রাখা হয়েছিল - কিছু অন্যান্য জমির মালিক - আবেদনকারীদের দ্বারা নতুন রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল, যাদের জমিও এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিগ্রহণ করা হয়েছিল - তারা আবেদন করেছিল যে তারাও একই ত্রাণ দাবি করার অধিকারী, যা হাইকোর্ট দ্বারা রিট আবেদনকারীদের দেওয়া হয়েছিল - রিট আবেদনকারীদের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ রাজ্য দ্বারা ইতিমধ্যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই আবেদনকারী সহ সমস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়েছিল - অতএব, একমাত্র প্রশ্ন রয়ে গেছে, আবেদনকারীরা তাদের অর্জিত জমির ১০ শতাংশ পর্যন্ত উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ত্রাণ দাবি করার অধিকারী কিনা - হাইকোর্ট দ্বারা ত্রাণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে-আপিলে বলা হয়েছেঃ আবেদনকারীরা উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ত্রাণের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন - পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে হাইকোর্ট, স্পষ্ট শর্তে, বরাদ্দের ত্রাণ মঞ্জুর করেছিল - শুধুমাত্র জমির মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে আবাদি প্লট তৈরি করেছিল, যারা রিট পিটিশন দায়ের করেছিল - উপরন্তু, হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষকে তাদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল যে তারা অন্যান্য অনুরূপভাবে অবস্থিত জমির মালিকদের আবেদনকারীদের জন্য একই সুবিধা প্রসারিত করতে ইচ্ছুক কিনা - কর্তৃপক্ষ এই সুবিধা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটি অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে, তবে, এটি এই ধরনের জমির মালিক - আবেদনকারীদের জন্য উন্নতবাদি প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুবিধা প্রসারিত করতে অস্বীকার করেছে

এছাড়াও, কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত আবাদি প্লট বরাদ্দের বিষয়ে সুবিধা সেইসব পূর্ববর্তী জমির মালিকদেরও দেয়নি-লিখিত আবেদনকারীরা যাদের পক্ষে মূল নির্দেশ হাইকোর্ট জারি করেছিল এবং যখন জমির মালিকরা অবমাননার আবেদন দায়ের করেছিল তখন তা সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছিল - অতএব, জমির মালিক - আবেদনকারীদের অতিরিক্ত উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ত্রাণ দাবি করার কোনও আইনি অধিকার বা কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।

আপিল খারিজ করে আদালত

স্থির করেছে যে : ১) এটা বিতর্কিত নয় যে, গজরাজ ও অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্যের মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া দুটি নির্দেশের মধ্যে একটি নির্দেশ, অর্থাৎ প্রত্যেক জমির মালিককে ৬৪.৭০% হারে প্রদেয় অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান রাজ্য/কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে কার্যকর করেছে এবং সেই অনুযায়ী আবেদনকারীদের রিট পিটিশন খারিজ হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারীদের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। অন্য কথায়, আবেদনকারী কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই গজরাজের মামলায় পাস হওয়া আদেশের আংশিক সুবিধা প্রদান করেন। [আনুচ্ছেদ ৩৬] [৩৮৬-জি]

২) অতএব, এই আপিলগুলিতে বিবেচনার জন্য এখন যে একমাত্র প্রশ্নটি রয়ে গেছে তা হল আবেদনকারীরা গজরাজের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের জারি করা দ্বিতীয় নির্দেশের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কিনা, অর্থাৎ আবেদনকারীদের জন্য উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দ করা। [আনুচ্ছেদ ৩৭] [৩৮৬-এইচ; ৩৮৭-এ]

৩) আবেদনকারীরা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য পূর্বোক্ত দ্বিতীয় নির্দেশের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন। প্রথমত, গজরাজের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট স্পষ্ট ভাষায়, উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ছাড় মঞ্জুর করেছিল, যা কেবল জমির মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যারা রিট পিটিশন দায়ের করেছিল। অন্য কথায়, হাইকোর্ট উপরোক্ত নির্দেশ জারি করার সময় স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে এই ত্রাণের অনুদান কেবল রিট আবেদনকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। [আনুচ্ছেদ ৩৮, ৩৯][৩৮৭-বি-সি]

৪) দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মালিকদের ক্ষেত্রে, যাঁরা অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেননি (এখানে আপিলকারীদের মতো), হাইকোর্ট তাদের মামলাগুলি আলাদাভাবে মোকাবেলা করেছে এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশ জারি করেছে যাতে আদেশের নং ৪(ক) এবং (খ) -এর শর্ত রয়েছে। [আনুচ্ছেদ ৪০] [৩৮৭-সি-ডী]

৫) ৪ (ক) এবং (খ) নং শর্তে, হাইকোর্ট স্পষ্ট ভাষায় কর্তৃপক্ষকে এই প্রশ্নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয় যে কর্তৃপক্ষ ৩ (ক) এবং (খ) নং শর্তে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশাবলীর সুবিধা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মালিকদেরও দিতে ইচ্ছুক কিনা। [আনুচ্ছেদ ৪১] [৩৮৭-ডী-ই]

৬) অন্য কথায়, হাইকোর্ট, স্পষ্ট ভাষায়, জমির মালিকদের কোনও ত্রাণ অনুদানের মেয়াদ বাড়াতে অস্বীকার করেছে, যারা রিট পিটিশন দাখিল করেনি এবং পরিবর্তে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে যে তারা একইভাবে অবস্থিত অন্যান্য জমির মালিকদের জন্য একই সুবিধা প্রসারিত করতে ইচ্ছুক কিনা সে বিষয়ে তাদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে। [আনুচ্ছেদ ৪২] [৩৮৭-ই-এফ]

৭) অতএব, এটা স্পষ্ট যে, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মালিকদের মধ্যে উপরোক্ত সুবিধাগুলি প্রসারিত করতে ইচ্ছুক কিনা এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। [আনুচ্ছেদ ৪৩] [৩৮৭-এফ-জি]

৮) তৃতীয়ত, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, কর্তৃপক্ষ, নির্দেশাবলী মেনে, ৬৪.৭০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী এটিও প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, কর্তৃপক্ষ এই ধরনের জমির মালিকদের জন্য উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়াতে অস্বীকার করেছে। [আনুচ্ছেদ ৪৪] [৩৮৭-জি]

৯) চতুর্থত, রেকর্ডের বিষয় হওয়ায় এটি বিতর্কিত নয় যে, কর্তৃপক্ষ যখন অতিরিক্ত আবাদি প্লট বরাদ্দের সুবিধা সেইসব জমির মালিকদেরও দিতে ব্যর্থ হয়, যাদের পক্ষে গজরেজের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এবং সাবিত্রী দেবীর ক্ষেত্রে এই আদালত নির্দেশ জারি করেছিল, তখন জমির মালিকরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার আবেদন দায়ের করে এই আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ করে কিন্তু এই আদালত অবমাননার আবেদন খারিজ করে দিয়ে বলে যে, সম্মতি না দেওয়ার কোনও মামলা করা হয়নি। [আনুচ্ছেদ ৪৫] [৩৮৭-এইচ; ৩৮৮-এ-বি]

১০) আবেদনকারীদের কোনও আইনি অধিকার নেই এবং অতিরিক্ত উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ত্রাণ দাবি করার কোনও বাস্তব ভিত্তিও নেই। এই ধরনের ত্রাণ দাবি করার জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও ম্যান্ডামাস দাবি করার জন্য, রিট পিটিশনকারীদের পক্ষে আবেদন করা এবং তাদের আইনি অধিকার প্রমাণ করা প্রয়োজন, যা হওয়া উচিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবিসংবাদিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কেবল তখনই রিট আবেদনকারীদের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আদেশ জারি করা যেতে পারে। [আনুচ্ছেদ ৪৬][৩৮৮-বি-সি]

১১) প্রকৃতপক্ষে, জমির মালিকরা, যাঁদের পক্ষে হাইকোর্ট এই ধরনের জমি বরাদ্দের জন্য আদেশ দিয়েছিল, তাঁরা যখন জমিটি পেতে পারেননি, তখন এই ধরনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের পক্ষে কোনও তথ্যগত ও আইনি ভিত্তি না থাকায় এই ধরনের ত্রাণ দাবি করার কোনও সুযোগ এখানে আসে না। [আনুচ্ছেদ ৪৭][৩৮৮-ডী]

১২) আবেদনকারীদের চাকরিতে চাপ দেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই-এই ধরনের ক্ষেত্রে ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতিটি সহজ কারণের জন্য যে প্রথমত, ১৪ নং অনুচ্ছেদটি এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; এবং দ্বিতীয়ত, রিট পিটিশন দায়ের করা জমির মালিকদের মামলা এবং রিট পিটিশন দাখিল না করা বর্তমান আপিলকারীদের মামলার মধ্যে কোনও মিল নেই। যদিও উচ্চ আদালত, গজরাজের মামলায় উভয় বিভাগের জমির মালিকদের অধিকারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু উভয়ের মামলা আলাদা ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিল। এই কারণে, আবেদনকারীদের শর্ত নং-এর সুবিধা নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। গজরাজের মামলার ৩ (ক) এবং (খ), যা রিট আবেদনকারীদের জন্য ছিল, কিন্তু আপিলকারীদের জন্য নয়। তবে, আবেদনকারীদের কেবলমাত্র এই রায়ের ৪ (ক) ও (খ) নম্বর শর্তের সুবিধা নেওয়ার অধিকার ছিল এবং যা তারা ৬৪.৭০% হারে প্রদেয় অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে নিয়েছিল।[আনুচ্ছেদ ৫০] [৩৮৮-জি-এইচ; ৩৮৯-এ-বি]

> *মাঙ্গে @মাঙ্গে রাম বনাম উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্য,* ডব্লিউ. পি. নং ৭৫২১ এলাহাবাদ হাইকোর্ট দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া ২০১৬ সালের ৭৫২১; এলাহাবাদ হাইকোর্ট দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া ২০১১ সালের *গজরাজ আর ও* অন্যান্য *বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও* অন্যান্য *বনাম* ডব্লিউ. পি. নং ৩৭৪৪৩; সাবিত্রী দেবী বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য, [২০১৫] ৭ এস. সি. আর. ৫১২:০১৫) ৭ এস. সি. সি. ২১-উল্লিখিত।

মামলা রেফারেন্স

[২০১৫] ৭ এস. সি. আর. ৫১২ উল্লিখিত
অনুচ্ছেদ ১৪

দেওয়ানি আপীল এখতিয়ার : দেওয়ানী আপিল নং ২১২৭ ২০১৮ সালের

দেওয়ানী বিবিধতায় এলাহাবাদের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ০১.০৮.২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে। ২০১৬ সালের ৭৫৫৩ নং পিটিশন

সঙ্গে

২০১৮ সালের সি. এ. নং ২১৩৪, ২১৪৫, ২১৩৯, ২১৪২, ২১৪০, ২১৪১, ২১৩৫-৩৬, ২১৩৭-৩৮, ২১৪৩, ২১৪৬, ২১৪৪, ২১২৮, ২১৩০, ২১২৯, ২১৩১, ২১৩৩, ২১৩২, ২১৪৮, ২১৯৩, ২১৯২,২১৯০, ২১৭১, ২১৭০, ২১৪৭, ২১৪৯, ২১৫২, ২১৬৫, ২১৫৩, ২১৫০, ২১৫৬, ২১৫১, ২১৬২,২১৬৩, ২১৬৭, ২১৫৪, ২১৬১, ২১৫৭, ২১৫৫, ২১৬৪, ২১৫৮, ২১৫৯, ২১৬০, ২১৯৫, ২১৭২, ২১৭৩, ২১৭৭, ২১৮২, ২১৬৮, ২১৭৫, ২১৬৬, ২১৭৪, ২১৭৬, ২১৮১, ২১৮৭, ২১৮৩, ২১৭৯, ২১৮০, ২১৭৮, ২১৮৬, ২১৮৫, ২১৯১, ২১৮৪, ২১৮৯, ২১৮৮ এবং ২১৯৪ ।

এস. আর. সিং, প্রবীণ আইনজীবী, ড. রাজীব শর্মা, পঙ্কজ দুবে, ধর্মেন্দ্র শর্মা, বিপিন কুমার শর্মা, রঘুবীর শর্মা, হাজি সলিমউদ্দিন, রাম অনুগ্রহ সিং, ভানওয়ার লাল সিং জাদোন, প্রশান্ত শর্মা, হর প্রসাদ সাহু, শিব কান্ত মিশ্র, কমলেশ কুমার মিশ্র, গৌতম কুমার উপাধ্যায়, সুনীল কুমার পান্ডে, প্রণয় কুমার মহাপাত্রা, এফ. আই. চৌধুরী, ধ্রুব পালিওয়াল, মঙ্গল প্রসাদ, সুশ্রী শ্বেতা যাদব, সুশ্রী অনিতা ত্রিপাঠি, যশ পাল ধিংরা, সুশ্রী শশী কিরণ, মনোজ জৈন, সতীশ চন্দ্র, সুজিত কুমার ঝা, আইনজীবীরা।

সুশ্রী ঐশ্বর্য ভাটি, এএজি, রবীন্দ্র কুমার, সঞ্জয় কুমার পাঠক, অরবিন্দ কুমার ত্রিপাঠি, অখিলেন্দ্র সিং, অঙ্কুর যাদব, অনুব্রত শর্মা, সুশ্রী অলকা সিনহা, রমন যাদব, সৈয়দ মেহদি ইমাম, অক্ষয় রানা, সুশ্রী বর্ণিতা রাস্তোগি, পবনশ্রী আগরওয়াল, রচিত মিত্তল, সুশ্রী তানভি আগরওয়াল, ডাঃ কৈলাশ চাঁদ, অভিষেক বৈদ, অনুপ জৈন, প্রণীত দাস, তন্ময়া আগরওয়াল, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করে

বিচারপতি,অভয় মনোহর সেপরে, ১) অনুমতি মঞ্জুর করেন

২) এই আপিলগুলি এলাহাবাদের হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় সি.এম.ডাব্লিউ.পি. নং ৭৫৫৩ -এ ০১.০৮.২০১৬ ইত্যাদি ইত্যাদি এবং অন্যান্য অনুরূপ রিট পিটিশনগুলি বিভিন্ন তারিখে যে তারিখের মধ্যে হাইকোর্ট আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা রিট পিটিশনগুলি খারিজ করে দেয়। শীর্ষস্থানীয় মামলার (ডব্লিউ. পি. নং ৭৫২১ শিরোনাম মাঙ্গে @মাঙ্গে রাম বনাম উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্য) বিষয়গুলির গুচ্ছের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের একই দুই বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত রায়ের শর্তাবলীতে (ডব্লিউ. পি. নং ৭৫২১ ২০১৬)

৩) এই আপিলের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলির মূল্যায়ন করার জন্য, তথ্যগুলি নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যার ফলে এই আপিলগুলি দায়ের করা হয়েছিল।

৪) জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (এরপরে 'আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ধারা ৪-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে,

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ে সময়ে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের নয়ডা এবং গ্রেটার নয়ডার বেশ কয়েকটি গ্রামে অবস্থিত শত শত হেক্টর জমির একটি বিশাল অংশ অধিগ্রহণের জন্য। অধিগ্রহণটি ছিল "পরিকল্পিত শিল্প উন্নয়ন" নামে একটি জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে। অধিগ্রহণটি গ্রেটার নয়ডা শিল্প কর্তৃপক্ষের (এরপরে "কর্তৃপক্ষ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুবিধার জন্য ছিল, যা তার বাস্তবায়নের কাজ শুরু করবে।

৫) সময়ের সাথে সাথে আইনের ৪ ধারার অধীনে জারি করা পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলির পরে আইনের ৬ ধারার অধীনে বেশ কয়েকটি ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছিল। সরকার/কর্তৃপক্ষ তখন আইনের ১৭ ধারায় অন্তর্ভুক্ত জরুরি বিধানগুলি আহ্বান করে অধিগ্রহণ করা জমি দখল করে নেয়। তারপরে রাজ্য/কর্তৃপক্ষ কিছু গ্রামে অধিগ্রহণ করা জমি উন্নত করে।

৬) যেহেতু জমির একটি বড় অংশ অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, যা বেশ কয়েকটি জমির মালিকদের ছিল, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় শতাধিক, তাই কিছু জমির মালিক ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন এবং এলাহাবাদের হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন এবং তাতে আইনের ৪ ও ৬ ধারার অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তির বৈধতা ও বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যার দ্বারা তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এই রিট পিটিশনগুলি জমির মালিকরা ১৯৭৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে গুচ্ছগুলিতে দায়ের করেছিলেন।

৭) বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিগুলির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছিল এই ভিত্তিতে যে, প্রথমত, আইনের ১৭ ধারার অধীনে জরুরি ভিত্তিতে কোনও মামলা ছিল না। দ্বিতীয়ত, ৫-এ ধারার অধীনে তদন্ত প্রদান করা বেআইনি ছিল, কারণ এই ধরনের ছাড় জমি মালিকদের অধিগ্রহণ কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিকের (এল. এ. ও) সামনে আপত্তি দায়ের করতে বঞ্চিত করেছিল। তৃতীয়ত, অধিগ্রহণ কার্যধারা ছিল রাজ্য কর্তৃক ক্ষমতার রঙিন প্রয়োগের মাধ্যমে শুরু করা হয়েছিল; এবং শেষ পর্যন্ত, সমগ্র অধিগ্রহণ কার্যধারা দুর্বোধ্য এবং নির্বিচারে ছিল এবং তাই বাতিল হওয়ার যোগ্য ছিল।

৮) রাজ্য রিট আবেদনকারীদের মামলা প্রত্যাখ্যান করেছে। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া রক্ষা করার সময়, রাজ্য, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বলেছিল যে অধিগ্রহণ আইনের বিধান অনুসারে কঠোরভাবে করা হয়েছিল এবং তাই এটি বহাল রাখার যোগ্য।

৯) রিট পিটিশনের সাথে জড়িত বিতর্কের প্রকৃতি বিবেচনা করে এবং দ্বিতীয়ত, যেহেতু অধিগ্রহণ কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য বিপুল সংখ্যক রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল, তাই সমস্ত রিট পিটিশন (মোট ৪৭১)-কে তাদের অনুরূপ শুনানির জন্য হাইকোর্ট -এর পূর্ণ বেঞ্চ দ্বারা একত্রিত করা হয়েছিল।

সমস্ত রিট পিটিশনগুলি পূর্ণ বেঞ্চে পাঠানোর অন্যতম কারণ ছিল যে দুটি ডিভিশন বেঞ্চ, যাদের সামনে গুচ্ছের বাইরে কিছু রিট পিটিশন শুনানির জন্য এসেছিল, তারা রিট পিটিশনের সাথে জড়িত বিষয়গুলিতে ভিন্ন মতামত নিয়েছিল। অতএব, পূর্ণ বেঞ্চ গঠন করে রিট পিটিশনে উদ্ভূত সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যথাযথ বলে মনে করা হয়েছিল। এভাবেই সমস্ত মুলতুবি রিট পিটিশনগুলি পূর্ণ বেঞ্চের সামনে অনুরূপ শুনানির জন্য পোস্ট করা হয়েছিল।

১০. পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ তখন রিট পিটিশনগুলিকে "গ্রামভিত্তিক" বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে এবং সেই অনুযায়ী একটি সাধারণ রায় দ্বারা সেগুলির নিষ্পত্তি করে। পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের প্রধান রায়টি 'গজরাজ ও অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য' শীর্ষক রিট পিটিশনে (২০১১ সালের ডব্লিউ. পি. নং ৩৭৪৪৩)

১১. রিট পিটিশন বা লেখ আবেদনের একটি দল বিলম্ব এবং শিথিলতার কারণে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য প্রধান দলটিকে বিভিন্ন নির্দেশনাসহ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যেখানে উচ্চ আদালত ভূমি অধিগ্রহণকে বহাল রাখলেও রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল রিট আবেদনকারীদের তাদের অধিগ্রহণকৃত জমির বিপরীতে ৬৪.৭০% হারে বর্ধিত সাময়িক অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে এবং সেইসাথে প্রতিটি রিট আবেদনকারীকে তাদের অধিগ্রহণকৃত জমির ১০% পরিমাণের সমান একটি করে উন্নত জনবসতি প্লট বরাদ্দ করতে, যার সর্বোচ্চ সীমা হবে ২৫০০ বর্গমিটার।

১২. এই দুটি নির্দেশ সেই মামলাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে এটি পাওয়া গিয়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষে, অধিগ্রহণকৃত জমির উপর রাজ্য দ্বারা কিছু উন্নয়ন করা হয়েছিল। অন্য কথায়, এই দুটি নির্দেশের সুবিধা সেই রিট আবেদনকারীদের (জমির মালিকদের) পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছিল যাদের জমিতে কিছু উন্নয়ন হয়েছিল।

১৩. যাইহোক, তিনটি গ্রামে অবস্থিত জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, যেখানে দেখা গেছে যে দখল করা সত্ত্বেও কোনও উন্নয়ন হয়নি, হাইকোর্ট সেই জমি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে রাজ্যকে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের কাছে জমির দখল ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই আপিলগুলির নিষ্পত্তির জন্য রায়ের কার্যকরী অংশটি যতটা প্রাসঙ্গিক ততটা নিম্নরূপঃ

> "৩) উপরে উল্লিখিত (১) এবং (২) ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রিট পিটিশন নিম্নলিখিত নির্দেশাবলীর সাথে নিষ্পত্তি করা হয়ঃ
>
> (ক) আবেদনকারীরা ছাড়াও গ্রামের পাটোয়ারিদের জন্য প্রদত্ত একই অনুপাতের (অর্থাৎ ৬৪.৭০%) গ্রাম পাটোয়ারীর জন্য ১৯৯৭ বিধি/পুরস্কারের অধীনে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হিসাবে যা প্রদান করা (৯) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাড়াতাড়ি তারিখে নিশ্চিত করা হবে।

বরাদ্দকারীদের দ্বারা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের কত অনুপাত প্রদান করতে বলা হবে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি উন্মুক্ত হতে পারে। যে আবেদনকারীদের এখনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি তাদের উপরের আদেশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান আইনের ১৮ ধারার অধীনে জমির মালিকদের অধিকারের প্রতি কোনও কুসংস্কার ছাড়াই হবে, যদি থাকে।

(খ) সমস্ত আবেদনকারী তাঁদের অধিগ্রহিত জমির ১০ শতাংশ পর্যন্ত উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের অধিকারী হবেন, যা সর্বোচ্চ ২৫০০ বর্গ মিটারের মধ্যে হতে পারে। তবে, যে ক্ষেত্রে জমির অবশিষ্টাংশ বরাদ্দের জন্য ইতিমধ্যে ৬ শতাংশ বা ৮ শতাংশ পরিমাণ আবাদি প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে, অথবা উন্নত আবাসিক প্লট বরাদ্দের গড় হার অনুযায়ী অবশিষ্ট জমির সমতুল্য অর্থ প্রদান করে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে আমরা তা কর্তৃপক্ষের জন্য উন্মুক্ত রেখেছি।

৪) কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ এবং ১০ "সি. বি. পর্যন্ত আবাদি প্লট বরাদ্দের সুবিধা নিম্নলিখিতদেরও দেওয়া হবে কি নাঃ

(ক) যে জমির মালিকদের বিজ্ঞপ্তিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে আগের রিট পিটিশনগুলি বিজ্ঞপ্তিগুলি বহাল রেখে খারিজ করা হয়েছে; এবং

(খ) যে জমির মালিকরা আদালতে আসেননি, নির্দেশ ৩-এ উল্লিখিত রিট পিটিশনে যে বিজ্ঞপ্তিগুলি চ্যালেঞ্জের বিষয়।

১৪) কিছু জমির মালিক হাইকোর্টের উপরোক্ত রায়ে ক্ষুব্ধ বোধ করেন এবং আপিল করার জন্য বিশেষ অনুমতি পাওয়ার পরে এই আদালতে আপিলের ক্ষেত্রে বিষয়টি বহন করেন। এই আদালত (তিন বিচারপতির বেঞ্চ) জমি মালিকদের দায়ের করা সমস্ত আপিল খারিজ করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। এই আদালতের প্রধান রায়টি *সাবিত্রী দেবী বনাম উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্য,* (২০১৫) ৭ এস. সি. সি ২১-এর মামলায় পাস করা হয়েছিল। রায়ের কার্যকরী অংশটি নিম্নরূপঃ

"৪৮) সংক্ষেপে, জমির মালিকদের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি প্রদান করা হয়ঃ

৪৮.১) ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে ৬৪.৭%;

৪৮.২) প্রত্যেক জমির মালিকের অধিগ্রহিত জমির ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত উন্নত আবাদি জমি বরাদ্দের নির্দেশ দেওয়া;

৪৮.৩)জমি অধিগ্রহণ আইনে প্রদত্ত যন্ত্রপাতির অধীনে জমির মালিকদের উচ্চতর ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার কেড়ে না নিয়ে অবিলম্বে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ, যেখানে ন্যায্য ও ন্যায্য বাজার মূল্যে পৌঁছানোর জন্য উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে।

৪৯) আমাদের মতে, এটি আপিলকারীদের যথেষ্ট ন্যায়বিচার প্রদান করে।

উপসংহার

৫০) এই সমস্ত অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, আমরা মনে করি যে এই মামলাগুলি সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তবে, আমরা এটি স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে হাইকোর্টের নির্দেশগুলি উপরোক্ত অনন্য এবং অদ্ভুত/নির্দিষ্ট পটভূমিতে দেওয়া হয়েছে এবং তাই এটি ভবিষ্যতের মামলাগুলির জন্য নজির তৈরি করবে না।

৫১) .....

৫২) হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায়, সেই অনুযায়ী, নিশ্চিত করা হয় এবং এই সমস্ত আপিল পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি করা হয়।

১৫) আবেদনকারীরা, যাদের জমিও এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে এলাহাবাদের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারে প্রথমবার রিট পিটিশন দাখিল করেন, যার মধ্যে এই আপিলগুলি উত্থাপিত হয়।

১৬) রিট পিটিশনে, আপিলকারীরা আবেদন করেছিলেন যে, তাঁরা সেইসব জমির মালিকদের সঙ্গে একইভাবে অবস্থান করছেন, যাঁরা রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, তাঁরাও সেই একই ত্রাণ দাবি করার অধিকারী, যা রিট আবেদনকারীদের গজরাজ (উপরে)-এর ক্ষেত্রে পূর্ণ বেঞ্চ দ্বারা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং *সাবিত্রী দেবী* (উপরে)-র ক্ষেত্রে বহাল রাখা হয়েছিল।

১৭) অন্য কথায়, আপীলকারীদের মামলা (রিট আবেদনকারী) হাইকোর্টের আগে ছিল যে ত্রাণ, যা গজরাজের মামলায় (সুপ্রা) ফুল বেঞ্চের দ্বারা জমির মালিকদের দেওয়া হয়েছিল এবং *সাবিত্রী দেবীর মামলায়* (সুপ্রা) এই আদালতের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল, তাও আপিলকারীদের মঞ্জুর করা হবে। কারণ তাদের জমিও একই অধিগ্রহণে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল *গজরাজের মামলার* (সুপ্রা) রিট পিটিশনকারীদের জমির কার্যক্রম অর্জিত হয়েছিল।

কার্যত, দুই জমির মালিকের মধ্যে সমতার নীতির ভিত্তিতে ত্রাণ প্রার্থনা করা হয়েছিল।

১৮. তবে, এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, যতদূর পর্যন্ত ৬৪.৭০% হারে প্রদেয় অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ সম্পর্কিত ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও প্রতিযোগিতা ছাড়াই আপিলকারী সহ সমস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে রাজ্য দ্বারা এটি কার্যকর করা হয়েছিল।

১৯. এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলকারীদের রিট পিটিশনে হাইকোর্টের সামনে সিদ্ধান্তের জন্য রয়ে যাওয়া একমাত্র প্রশ্ন ছিল যে, আবেদনকারীরা *গজরাজের মামলা* (উপরে) এবং *সাবিত্রী দেবীর মামলার* (উপরে) রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অধিগ্রহিত জমির সর্বোচ্চ ২৫০০ বর্গমিটারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ছাড় দাবি করার অধিকারী কিনা।

২০. উচ্চ আদালত আপিলকারীদের বিতর্কিত রায়ে এই স্বস্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল যা আপিল করার অনুমতি পাওয়ার পরে এই আদালতে ব্যর্থ রিট আবেদনকারীদের (জমির মালিকদের) দ্বারা বর্তমান আপিল দায়ের করার জন্ম দিয়েছে।

২১. অতএব, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, যা এই আপিলের গুচ্ছের বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়, তা হল আবেদনকারীরা (জমির মালিকরা) *গজরাজ* (উপরে)-এর ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত ২১.১০.২০১১ তারিখের রায়ের সুবিধা দাবি করার অধিকারী কিনা, যা সাবিত্রী দেবী (উপরে)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত দ্বারা বহাল ছিল, যতদূর পর্যন্ত এটি এফ সর্বাধিক ২৫০০ বর্গমিটার অতিরিক্ত আবাদি প্লট বরাদ্দের সাথে সম্পর্কিত।

২২. অন্য কথায়, জড়িত প্রশ্নটি হল আবেদনকারীরা *গজরাজ* (সুপ্রা) এবং *সাবিত্রী দেবী* (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে গৃহীত ২১.১০.২০১১ তারিখের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অধিগ্রহিত জমির পরিবর্তে অতিরিক্ত আবাদি প্লট দাবি করার অধিকারী কিনা।

২৩. আপিলকারীদের পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবি প্রধানত যুক্তি দিয়েছিলেন যে যখন *গজরাজ* (উপরে)-র ক্ষেত্রে কিছু জমির মালিকদের সুবিধার জন্য একটি অধিগ্রহণ কার্যধারার বিষয়ে হাইকোর্ট (পূর্ণ বেঞ্চ) দ্বারা রাজ্যের বিরুদ্ধে আদেশ পাস করা হয়েছিল, তখন এই ধরনের পরিস্থিতিতে,

এই ধরনের আদেশের সুবিধা সেই সমস্ত জমির মালিকদেরও দেওয়া উচিত, যাঁদের জমি একই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তা এই বিষয় নির্বিশেষে যে, এই ধরনের জমির মালিকরা অন্যদের সঙ্গে উচ্চ আদালতে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন কি না।

২৪. অন্য কথায়, আবেদনটি ছিল যে একবার অধিগ্রহণের কার্যধারায় হাইকোর্টের দ্বারা আদেশটি পাস হয়ে গেলে, তা সে তার সুবিধার জন্য একজন জমির মালিক বা দু 'জন জমির মালিকের অনুরোধেই হোক না কেন, সমস্ত জমির মালিক যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তারা একই সুবিধা দাবি করার অধিকারী হয়ে ওঠে যা জমির মালিকদের দেওয়া হয়েছিল, যারা রিট পিটিশন দাখিল করেছিল।

২৫. বিজ্ঞ আইনজীবি তখন অনুরোধ করেন যে, যে কোনও ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ তাদের বৈঠকে হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত জমির মালিকদের অতিরিক্ত জমি/প্লট বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই জমির মালিক মূল কার্যধারার পক্ষ ছিলেন কি না তা নির্বিশেষে, হাইকোর্ট আপিলকারীদের ত্রাণ না দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের প্রস্তাবের আলোকে, আবেদনকারীরা, যারা একইভাবে অবস্থিত জমির মালিক, তাদের কেন *গজরাজ* (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা উচিত তার কোনও কারণ নেই, কারণ এটি রাজ্যকে প্রতিটি জমির মালিককে উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছে।

২৬. এটি মূলত এই জমা দেওয়া বিষয়গুলি, যা আবেদনকারীদের (জমির মালিকদের) জন্য সমস্ত বিজ্ঞ পরামর্শদাতার দ্বারা গৃহীত এবং বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

২৭. উত্তরে, উত্তরদাতাদের (রাজ্য ও কর্তৃপক্ষ) পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবি তার যুক্তি ও উপসংহার সহ বিতর্কিত রায়কে সমর্থন করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিতর্কিত রায়ে কোনও হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে এই আপিলগুলিতে কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি।

২৮. বিজ্ঞ আইনজীবি তাঁর জমা দেওয়ার বিশদ বিবরণ দেওয়ার সময় উল্লেখ করেছিলেন যে প্রথমত, *গজরাজ* (উপরে)-র ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায় এবং *সাবিত্রী দেবী* (উপরে)-র ক্ষেত্রে এই আদালত কেবল সেই জমির মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যারা হাইকোর্টে রিট পিটিশন এবং এই আদালতে দেওয়ানি আপিল দায়ের করেছিলেন, যা রায় থেকেই স্পষ্ট।

২৯. দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, হাইকোর্ট রাজ্য ও কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে যে তারা ৬৪.৭০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ইচ্ছুক কিনা এবং উন্নত আবাদি জমি থেকে জমি বরাদ্দ করতে ইচ্ছুক কিনা সেই জমি মালিকদের, যারা অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেনি।

৩০. এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, গজরাজের মামলায় (উপরে উল্লিখিত) হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে, উত্তরদাতারা (রাজ্য ও কর্তৃপক্ষ) এই জাতীয় সমস্ত জমির মালিকদের ৬৪.৭০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরিক্ত জমি উপলব্ধির অভাবে যাদের পক্ষে বরাদ্দের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তাদেরও সহ প্রতিটি জমির মালিককে প্লট বরাদ্দ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন।

৩১. তৃতীয়ত, বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, তদনুসারে উত্তরদাতারা আপিলকারী (জমির মালিক) সহ প্রতিটি জমির মালিককে ৬৪.৭০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

৩২. চতুর্থত, উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেশ কয়েকজন জমির মালিক, যাঁদের পক্ষে উচ্চ আদালত অতিরিক্ত জমি বরাদ্দের নির্দেশ দিয়েছিল, তাঁরা জমি পাননি এবং তাই তাঁরা আদালত অবমাননার আবেদন করেছিলেন, যা এই আদালত খারিজ করে দিয়েছিল যে, রাজ্য/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবমাননার কোনও মামলা করা হয়নি। অন্য কথায়, এই আদালত তাঁদের কাছে অতিরিক্ত জমি না থাকার কর্তৃপক্ষের অবস্থান মেনে নিয়েছে।

৩৩. এবং সবশেষে, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিলকারীদের পক্ষে কোনও বাস্তব ভিত্তি এবং আইনি অধিকারের অভাবে, তারা রিট পিটিশনে চাওয়া ত্রাণ দাবি করার অধিকারী নয় যা হাইকোর্ট যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৩৪. এটি জমা, যা উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

৩৫. পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর এবং মামলার নথি পর্যালোচনার পর, আমরা আপিলকারী ও মালিকদের পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতার অনুরোধে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না)।

৩৬. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এটি বিতর্কিত নয় যে, *গজরাজ* (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে হাইকোর্টের দেওয়া দুটি নির্দেশের মধ্যে একটি নির্দেশ, অর্থাৎ, প্রত্যেক জমির মালিককে ৬৪.৭০% হারে প্রদেয় অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের পুরস্কার রাজ্য/- কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইতিমধ্যে কার্যকর করা হয়েছিল এবং তদনুসারে আবেদনকারীদের রিট পিটিশন খারিজ হওয়া সত্ত্বেও তাদের অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। অন্য কথায়, আবেদনকারী *গজরাজের মামলায়* (উপরোক্ত) পাস হওয়া আদেশের আংশিক সুবিধা এমনকি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই পেয়েছিলেন।

৩৭. অতএব, একমাত্র প্রশ্ন যা এখন বিবেচনার জন্য বেঁচে আছে এই আপিলগুলিতে আপীলকারীরা *গজরাজ*(সুপ্রা) মামলায় হাইকোর্টের জারি করা দ্বিতীয় নির্দেশের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কিনা, অর্থাৎ আপিলকারীদের উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দ করার অধিকারী কিনা।

৩৮. আমাদের বিবেচিত মতামত অনুযায়ী, আপিলকারীরা পূর্বোক্ত দ্বিতীয় নির্দেশের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন এবং আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য এটি বলি।

৩৯. প্রথমত, উচ্চ আদালত *গজরাজে* (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ছাড়পত্র শুধুমাত্র জমির মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছিল, যাঁরা রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। অন্য কথায়, উচ্চ আদালত উপরোক্ত নির্দেশ জারি করার সময় স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে এই ছাড় কেবল রিট আবেদনকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে [শর্ত নং ৩ (ক) এবং (খ) দেখুন]।

৪০. দ্বিতীয়ত, যতদূর পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মালিকদের সাথে সম্পর্কিত মামলাগুলি, যারা অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেনি (এখানে আপিলকারীদের মতো) সম্পর্কিত ছিল, উচ্চ আদালত তাদের মামলাগুলি পৃথকভাবে মোকাবিলা করেছিল এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশ জারি করেছিল যা শর্ত ৪(ক) এবং (খ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪১. ৪ (ক) ও (খ) নম্বর শর্তে, হাইকোর্ট স্পষ্ট ভাষায় কর্তৃপক্ষকে এই প্রশ্নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয় যে, কর্তৃপক্ষ ৩ (ক) ও (খ) নম্বর শর্তে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশাবলীর সুবিধা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মালিকদেরও দিতে ইচ্ছুক কিনা।

৪২. অন্য কথায়, হাইকোর্ট, স্পষ্ট ভাষায়, রিট পিটিশন দাখিল না করা জমির মালিকদের কোনও ত্রাণ মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে এবং পরিবর্তে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয় যে তারা একইভাবে অবস্থিত অন্যান্য জমির মালিকদেরও একই সুবিধা দিতে ইচ্ছুক কিনা সে বিষয়ে তাদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে।

৪৩. অতএব, এটা স্পষ্ট যে, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মালিকদের কাছে উপরোক্ত সুবিধাগুলি প্রসারিত করতে ইচ্ছুক কিনা এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

৪৪. তৃতীয়ত, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, কর্তৃপক্ষ, নির্দেশাবলী মেনে, ৬৪.৭০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী এটিও প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, কর্তৃপক্ষ এই ধরনের জমির মালিকদের জন্য উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়াতে অস্বীকার করেছে।

৪৫. চতুর্থত, এটি বিতর্কিত নয়, রেকর্ডের বিষয় হচ্ছে, যে কখন কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত আবাদি প্লট বরাদ্দের সুবিধা প্রসারিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এমনকি সেইসব জমির মালিকদেরও যাদের পক্ষে নির্দেশনা ছিল। *গজরাজ* (সুপ্রা) এবং এই আদালতের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট দ্বারা জারি করা হয়েছে *সাবিত্রী দেবী* (সুপ্রা) তে, জমির মালিকরা এই নির্দেশনা অমান্য করার অভিযোগ করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবমাননার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আদালত অবমাননার আবেদন খারিজ করে দেন অ-সম্মতির কোন মামলা আউট করা হয়নি

৪৬. আমাদের দৃষ্টিতে, আপিলকারীদের অতিরিক্ত উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের ত্রাণ দাবি করার কোনও আইনি অধিকার বা কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। এই ধরনের ত্রাণ দাবি করার জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও আদেশ দাবি করার জন্য, রিট আবেদনকারীদের পক্ষে আবেদন করা এবং তাদের আইনি অধিকার প্রমাণ করা প্রয়োজন, যা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবিসংবাদিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কেবল তখনই রিট আবেদনকারীদের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আদেশ জারি করা যেতে পারে। এই ধরনের ১ এখানে মামলা নয়।

৪৭. প্রকৃতপক্ষে, জমির মালিকরা, যাঁদের পক্ষে হাইকোর্ট এই প্লট বরাদ্দের আদেশ দিয়েছিল, তাঁরা যখন প্লটটি পেতে পারেননি, তখন এই ধরনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের পক্ষে কোনও তথ্যগত ও আইনি ভিত্তি না থাকায় এই ধরনের ত্রাণ দাবি করার কোনও সুযোগ এখানে আসে না।

৪৮. কেউ এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না যে, এই আইনে জমির মালিকদের এই ধরনের ছাড় দেওয়ার কোনও বিধান নেই। একইভাবে, এই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে, রাজ্য প্রতিটি জমির মালিককে এই আইনের অধীনে প্রদেয় সমস্ত বিধিবদ্ধ ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি জমির মালিক এই আইনের অধীনে তাদের প্রদেয় অর্থের উপরে ৬৪.৭০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণও পেয়েছিলেন।

৪৯. *গজরাজ* (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে হাইকোর্ট সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে এবং এই মামলায় উদ্‌ভূত অদ্‌ভুত তথ্য ও পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে স্বস্তি প্রদান করে। এগুলি কেবল জমির মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যারা রিট পিটিশন দাখিল করেছিল। এমনকি *সাবিত্রী দেবীর মামলায়* (উপরে উল্লিখিত) এই আদালতও বলেছিল যে প্রদত্ত নির্দেশগুলি ভবিষ্যতে অন্যান্য মামলায় গৃহীত হওয়ার নজির হিসাবে বিবেচনা করা হবে না এবং সেগুলিকে কেবল সেই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

৫০. তা ছাড়া, আবেদনকারীদের ১৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নীতিকে কাজে লাগানোর জন্য চাপ দেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই এই ধরনের ক্ষেত্রে সহজ কারণে যে প্রথমত, ১৪ অনুচ্ছেদ এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; এবং দ্বিতীয়ত, রিট পিটিশন দাখিলকারী জমির মালিকদের ক্ষেত্রে এবং রিট দাখিল না করা বর্তমান আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে কোনও মিল নেই।

যদিও উচ্চ আদালত, *গজরাজ* মামলায় (উপরে) উভয় শ্রেণীর জমির মালিকদের অধিকারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু উভয়ের মামলাগুলি ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিল। এই কারণে, আবেদনকারীদের ৩ (ক) এবং (খ) নং শর্তের সুবিধা নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি যা তাতে রিট আবেদনকারীদের জন্য ছিল কিন্তু আপিলকারীদের জন্য নয়। তবে, আবেদনকারীদের কেবলমাত্র নং-এর শর্তের সুবিধা নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। উক্ত রায়ের ৪ (ক) এবং (খ) এবং যা তারা ৬৪.৭০% হারে প্রদেয় অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে নিয়েছিল।

৫১. আমাদের দৃষ্টিতে, তাই *সাবিত্রী দেবীর মামলার* (উপরে) ৪৯ নং অনুচ্ছেদে যেমন বলা হয়েছে, আপিলকারী সহ সমস্ত জমির মালিকদের জন্য যথেষ্ট ন্যায়বিচার করা হয়েছিল।

৫২. অতএব, আমাদের মতে, অতিরিক্ত উন্নত আবাদি প্লট বরাদ্দের স্বস্তি ছাড়া কোনও স্বস্তি দেওয়ার জন্য আবেদনকারীদের দ্বারা কোনও মামলা করা হয়নি। আমরা যদি আবেদনকারীদের স্বস্তি দেওয়ার আবেদনটি গ্রহণ করি তবে এটি *সাবিত্রী দেবীর মামলায়* (উপরে) গৃহীত আদেশের ৫০ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত এই আদালতের নির্দেশের বিপরীতে একটি আদেশ পাস করার সমান হবে।

৫৩. পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে এবং আপিলকারীদের মামলাটি কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করার সময়, আমরা আপিলগুলিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না, যা ব্যর্থ হয় এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu